কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 11 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খসড়া চূড়ান্ত

আজিজুল পারভেজ ▷

শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন কাঠামোর দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন কাঠামো দেওয়ার কথা বিভিন্ন সময়ে জানালেও তা কার্যকর হয়নি। তবে প্রস্তাবিত ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় আইনে শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন কাঠামোর প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে সরকার। কিন্তু উপাচার্য (ভিসি) নিয়োগের জন্য সার্চ কমিটি গঠনের প্রস্তাবে সাড়ে মেলেনি। তথ্যপ্রযুক্তির দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য ২০১০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি গাজীপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) বিশ্ববিদ্যালয়টির আইনের খসড়া প্রণয়ন করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আইনটির নানা প্রক্রিয়া শেষে মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অতিরিক্তি সচিব হেলাল উদ্দিন জানিয়েছেন, ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং শেষে এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। গাজীপুরের হাইটেক পার্ক এলাকায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি পাওয়া গেছে বলেও তিনি জানান।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় হবে একটি বিশেষায়িত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশি-বিদেশি শিক্ষক-গবেষকদের আকৃষ্ট করতে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোর প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাব অনুসারে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সর্বনিম্ন পদ হবে পিএইচডি অথবা সমমান ডিগ্রিধারীর সহকারী অধ্যাপক। সুপারনিউমারারি অধ্যাপক ও ইমেরিটাস অধ্যাপকের পদও রাখা হয়েছে। এ ছাড়া বিদেশে কর্মরত বা অধ্যয়নরত মেধাবী বাংলাদেশি গবেষকদের খণ্ডকালীন বা ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে। আইনের খসড়া প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের জন্য একটি সার্চ কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু আইন মন্ত্রণালয় এই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে। এতে করে প্রচলিত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এই বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের প্রস্তাব অনুসারে রাষ্ট্রপতি ভিসি নিয়োগ দেবেন।

জানা গেছে, প্রস্তাব অনুসারে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় হবে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান। এখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান-প্রকৌশল-প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে সবিশেষ পাঠদান এবং তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক বিষয়ের ওপর গবেষণা হবে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বিষয়গুলো হচ্ছে ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট, ডিজিটাল টেকনোলজি, গ্রিন টেকনোলজি, এরোটিকস, বায়োটেকনোলজি, ন্যানোটেকনোলজি, অ্যাডভান্সড টেকনোলজি, রোবোটিকস আইটি বা আইটিএস, নেভিগেশন/ভেহিকল নেভিগেশন, ই-কমার্স, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, টেলিকমিউনিকেশন, নেটওয়ার্ক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ম্যানেজমেন্ট, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা, সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা ও প্রশিক্ষণ কোর্সেও পাঠদানের সুযোগ থাকবে। এতে স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী ছাড়াও গবেষকরা সম্পূর্ণ আবাসন সুবিধা, বৃত্তি ও ভাতা পাবেন।

শিক্ষার্থীদের আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়ের পাশাপাশি গবেষকদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে এ বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করবে। দেশে প্রথমবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উৎকর্ষ সাধন ও গবেষকদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে বিজনেস ইনকিউবেটর করা হবে।

ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়টি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নামকরণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই নামকরণের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন এলেই আইনটি মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জিন্নাত রেহানা জানান, দেশে চতুর্থ প্রজন্মের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জ্ঞানসমৃদ্ধ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার বিষয়টি মাথায় রেখেই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।